মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ জন, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ ও সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী ও মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এসব অভিযান চালানো হয়। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি,ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, আহত ১৫

ঝিনাইদহে বিএনপি ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তাসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ভাংচুর করা হয়েছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস উপলক্ষে সরকারি কেসি কলেজ থেকে একটি মিছিল বের করে জেলা ছাত্রলীগ।

অপরদিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন উপলক্ষে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে। ছাত্রলীগের মিছিলটি শহরের পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা বিএনপি’র মিছিলের নেতাকর্মীদের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সংঘর্ষ। বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পিছু হটে যায়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শহরে পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থান করলে বিএনপি নেতাকর্মীরা জেলা যুবলীগের সভাপতি আশফাক মাহমুদ জনের মালিকাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে।

পরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে বিএনপি’র অফিসে হামলা চালায়। পুলিশ উভয় পক্ষকে সরিয়ে দিতে গেলে ছাত্রলীগের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে ঝিনাইদহ শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শান্তিপুর্ণ মিছিল করছিলো। সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করেছে। তারা আমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করেছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করা হয়েছে।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, আমরা শান্তিপুর্ণ ভাবে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রোগ্রাম করছিলাম। সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। যুবলীগ নেতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার বলেন, উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন আটক

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৫ জন আসামি আটক হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি রয়েছে। রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর থানা ও গাংনী থানার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মনোজ কুমার নন্দীর নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৫ গ্রাম হেরোইন, ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয় এছাড়া গাংনী থানায় ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ২ টি সহ ৫ টি মামলা এফআইআরভূক্ত করা হয়।

আটকদের আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল

রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ ও নিয়মিত মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দিবাগত রাতে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামারির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর ও গাংনী থানা পুলিশ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ ও স্কুল শিক্ষক আহত

পুলিশ ও শিক্ষকের মধ্যে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনেই আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার আকুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ হোসেন (৫০) ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনে কনস্টেবল সুজন হোসেন (৩৮)।

আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া

সড়কের গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, স্কুল শিক্ষক পারভেজ হোসেন গাংনী থেকে আকুবপুরে যাচ্ছিলেন। এছাড়া পুলিশ সদস্য সুজন বামন্দী থেকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তা ভাঙ্গা হওয়ায় দুজনেই রাস্তার এক সাইডে চলে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হন।

আহত প্রধান শিক্ষক পারভেজ হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনেরই মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৫ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার করেছে।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন পুলিশের একাধিক টিম।

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে

মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব আসামিদের মধ্যে ৪জন নারী আসামি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

আসামিদের মধ্যে এন আই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা, ৪২০ ধারাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রয়েছেন।

আজ বুধবার (১৯ অক্টোবর) সকালের দিকে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ৮ জেলার ডাকাত সর্দার সহ ৬ ডাকাত গ্রেফতার

৮ টি জেলা ডাকাত দলের সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগ, সদর ও গাংনী

থানা পুলিশ যৌথ এই অভিযান পরিচালনা করে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত ডাকাতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের হামিদ মালিথার ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৫), কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ডাঙ্গীপাড়া এলাকার আজিমুদ্দীনের ছেলে আলতাফ মন্ডল (৬০), কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বোয়ালদহ গ্রামের অক্ষর মন্ডলের ছেলে সোহেল হোসেন (৩৫), মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের মুকুল জোয়ার্দ্দারের ছেলে আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকন ওরফে প্রতীক (২৮), চুয়াডাঙ্গা জেলা আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালীয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান ওরফে মনা বাগের ছেলে সালাউদ্দীন (৪০), মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার নদপাড়া গ্রামের তাছের বিশ্বাসের ছেলে শাহাজামাল (৩৪)। শাহাজামালের কাছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত স্থানীয় একটি পত্রিকার পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

গ্রেফতারকৃত আলতাফ হোসেন মন্ডল আশে পাশের ৮ টি জেলায় ডাকাতির সর্দার বলে জানা গেছে। এছাড়া গ্রেফতারকৃতরা বাকি ৫ জন সবাই আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য।

সাংবাদিক পরিচয়ে সাহাজামালের নামে কুষ্টিয়া মিরপুর, রাজবাড়ি সদর ও কালুখালি, গাংনী থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রয়েছে।

ডাকাত দলের সর্দার আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে রাজবাড়ি সদর থানা, কালুখালি থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা ও গাংনী থানায় চুরি, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মোট ৬ টি মামালা রয়েছে।

আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকনের নামে গাংনী থানা, মুজিবনগর থানায়, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, নারীনির্যাতনসহ ৬ টি মামলা রয়েছে।

আসামি সালাউদ্দীনের নামে ঝিনাইদহ সদর থানা, গাংনী থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ একাধিক অভিযোগে ৭ টি মামলা রয়েছে।

আঞ্চলিক সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মিনি ট্রাক যার নং কুষ্টিয়া ন-১১-০২৯৩), বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর ৬ টি মোবাইল ফোন, তিনটি রামদা, একটি গাছ

কাটা করাত, নগদ ১০ হাজার টাকা, হাফ প্যান্ট, গামছা ও একটি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফ করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, গাংনী থানার গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে দেবিপুর-কল্যাণপুর মাঠে, ২৪ সেপ্টেম্বর দেবিপুর-করমদি মাঠে ও ১৩ অক্টোবর ছাতিয়ান-কামারখালি মাঠের মধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় পুলিশ অভিযান শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের তরিকুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাকি ৫ জন আসামিকে শনিবার দিনভর আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।